ভারতীয় জনতা পার্টি
(কেন্দ্রীয় অফিস)
১১ অশোক রোড, নয়া দিল্লি ১১০০০১
ফোন-- ০১১-২৩০৭০৫৭৭০, ফ্যাক্স--০১১-২৩০০৫৭৮৭

১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩

রাজ্যসভার সহকারী নেতা ও বি জে পির প্রধান মুখপাত্র শ্রী রবিশংকর প্রসাদের সংবাদ বিবৃতি

আরেকটি কেলেঙ্কারি-- স্বাধীনতার পর ইউ পি এ হল সবথেকে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার

ইতালির প্রতিরক্ষা সামগ্রী নির্মাতা সংস্থা ফিনমেকানিকার কাছ থেকে অগাস্তা ওয়েস্টল্যান্ড হেলিকপ্টার কেনা নিয়ে গত এক বছর ধরে জনসমক্ষে গুরুতর অভিযোগ উঠছে। অভিযোগটা হল,এই ৩৫৪৬ কোটি টাকার চুক্তিতে ৩৫০ কোটি টাকা ঘুষ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গভীর উদ্বেগের বিষয় হল, সরকার এ নিয়ে কোন তদন্তের নির্দেশ এতদিন দেয়নি। এই চুক্তির নিয়মই বলছে, কমিশন দেওয়াটা হল ঘুষ দেওয়া এবং এটা দুর্নীতি। এই পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি খুবই গুরুত্বপূর্ন --

১) অগাস্তা ওয়েস্টল্যান্ড-এর সঙ্গে এই চুক্তি ২০০৭ সালে চূড়ান্ত হয়েছিল এবং তা সই হয় ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।
২) গত এক বছর ধরে 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' সহ সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হচ্ছে যে, এই চুক্তি নিয়ে ইতালিতে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে।
৩) রিপোর্ট বলছে ভারতীয় কিছু দালালের নাম প্রকাশিত হয়েছে এবং তাদের কয়েকজন প্রাক্তন বায়ুসেনা প্রধানের খুব কাছের লোক। নিউজ চ্যানেল 'টাইমস নাউ' গত ২৭ মার্চ, ২০১২-তে একটি গবেষণামূলক রিপোর্ট প্রকাশ করে, সেখানে দেখানো হয় যে,অগাস্তা ওয়েস্টল্যান্ড-এর সঙ্গে গ্যানটন লিমিটেডের একটা চুক্তি হয়, সেখানে দিল্লি পুলিস-কে হেলিকপ্টার দেবার প্রস্তাবিত চুক্তির জন্য ৮ থেকে ১৫ শতাংশ কমিশন দেবার কথা বলা হয়। এই ঘটনা এটাই প্রতিষ্ঠিত করছে, ওই কোম্পানি কমিশন দিয়ে থাকে এবং এর ফলে দুর্নীতির যে অভিযোগ উঠেছে তা আরো বিশ্বাসযোগ্যতা পায়। সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত করার প্রয়োজনীয়তাও বোঝা যায়।
৪) এর পরেও সরকার কেন বিষয়টি তদন্ত করে দেখল না এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী মিস্টার এন্টনি সংসদে পর্যন্ত বললেন, কোনো দুর্নীতি হয় নি।

৫) ইতালির কর্তৃপক্ষ অবশ্য দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে ফিনমেকানিকার বিরুদ্ধে তদন্ত চালিয়ে গিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত কোম্পানির সি ই ও-কে ভারতে হেলিকপ্টার চুক্তিতে ঘুষ দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করেছে।
৬) কেন্দ্রীয় সরকার বলছে ইতালি থেকে তারা কোনও তথ্য পায়নি, এটা নিম্নলিখিত যুক্তিতে ধোপে টেকে না--

ক) সরকার কি ইতালীয় সরকারের সর্বোচ্চ স্তরে তথ্যের জন্য আবেদন করেছিল?
খ) ইতালীয় রাষ্ট্রদুতকে কি ডেকে পাঠিয়ে ঘটনার গুরুত্ব বুঝিয়ে বলা হয়েছিল?
গ) প্রতিরক্ষা মন্ত্রক কি তথ্য সংগ্রহের জন্য ইতালিতে অফিসারদের পাঠিয়েছিল?

৭) বোঝা যাচ্ছে কেউ একজন কোনও কারণে তদন্তর দেরী করিয়ে দিচ্ছিল, কিন্তু আসল দেশ অর্থাৎ ইতালি কিন্তু ঘুষের অভিযোগ নিয়ে বিস্তারিত তদন্ত করেছিল।
৮) একটা ন্যায্য প্রশ্ন ওঠে, কারণ কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ার ক্ষেত্রে একটা গভীর সন্দেহজনক বিষয় রয়েছে, তা হল কোম্পানিটির ইতালীয় যোগাযোগ, আমরা সকলে জানি বোফর্স-এর ক্ষেত্রে কংগ্রেস সরকার কী ভাবে কত্রষ্চি-কে বাঁচিয়েছিল।
৯) কেলেঙ্কারী, দুর্নীতি এখন এই সরকারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে গিয়েছে, নিয়মিত ব্যবধানে তা সামনে আসতে শুরু করেছে। এর ফলে সরকারের প্রচুর রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছে। স্বাধীনতার পর থেকে এটাই হল সবথেকে দুর্নীতিপরায়ণ সরকার। বি জে পি সংসদের ভিতরে ও বাইরে এই বিষয়টি ওঠাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং আমরা প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও সোনিয়া গান্ধীর দায়বদ্ধতা জানতে চাইব। বি জে পির দাবি, পুরো হেলিকপ্টার চুক্তি এখন স্থগিত রাখা হোক এবং তা পর্যালোচনা করা হোক।
১০) সবথেকে বড় কথা, ইতালীয় কর্তৃপক্ষ যখন স্বীকার করছে, বিপুল পরিমাণ কমিশন দেওয়া হয়েছে, তখন দেশকে জানতে হবে কে ঘুষ নিয়েছে?

(ও পি কহলি)

সদরদফতর প্রমুখ